দিদির দূত কর্মসূচি

গ্রামের মানুষের দাবি মেনে নতুন রাস্তার সূচনা শতাব্দীর

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

রামপুরহাট, ৩ মে

'দিদির দূত' কর্মসূচিতে এসে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে রাস্তার দাবি শুনেছিলেন। গ্রামবাসীর দাবি পূরণেরও কথা দিয়েছিলেন। বুধবার রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের তেঁতুলিয়া থেকে মাড়গ্রাম বাজার পর্যন্ত ৭ কিমি পাকা রাস্তার কাজের সূচনা করেন তিনি। এই রাস্তার জন্য মেলেরডাঙা গ্রামের মানুষই সবথেকে বেশি দাবি জানিয়েছিলেন। এমনকী এই গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা তৈয়ব শেখ রাস্তার দাবিতে সাংসদের কাছে বিক্ষোভ দেখান। এদিনের অনুষ্ঠান-মঞ্চে সম্মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে বসানো হয় সেই তৈয়ব শেখকে, যিনি এই রাস্তার দাবিতে সাংসদের কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তাঁকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মান দেওয়ার জন্য আপ্লুত তিনি।

অনুষ্ঠানে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, 'আপনারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ওপর ভরসা রাখুন। আপনাদের কাজ করাই তাঁর লক্ষ্য। যেভাবে তিনি মানুষের কাজ করছেন, মানুষকে নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন, তা প্রশংসাযোগ্য। আপনারা যেসব সুযোগ-সুবিধা আমাদের সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন, সেগুলো মনে রাখবেন। আমি যেখানে যে কাজ করা সম্ভব, সেটাই বলি। কখনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই না। কারণ আমার মিথ্যা কথা বলার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি মনে করি, মিথ্যা বলে লাভবান হওয়া যায় না। মিথ্যা বললে আগামীদিনে আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন। কোনও কাজ আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সম্ভব না হলে, আমি তা স্পষ্ট বলে দিই। আমি সবসময় চাই, বীরভূমের ভাল হোক। বীরভূমের মানুষ আমাকে ভালবাসে বলেই আমি পরপর ৩ বার সাংসদ হতে পেরে আপনাদের কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।'

সাংসদ এদিন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করেন। হাসপাতালের সমস্যার কথা শুনে সেগুলির সমাধান করার চেষ্টা করবেন বলে জানান।